নিক জনকণ্ঠ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা (১) কলাম ১.....

এ কী বললেন ভিসি!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস কদিন ধরে উত্তপ্ত, ভিসির পদত্যাগের দাবিতে প্রচণ্ড বিক্ষোভ করছে ছাত্রছাত্রীরা। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করারও প্রতিবাদ করেছে তারা। প্রতিবাদ করেছে ছাত্রছাত্রীদের হলত্যাগের নির্দেশের। বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচী পালিত হচ্ছে মুষলধারার বৃষ্টিতে ভিজেও শত শত ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছে। এতকিছুর পরও ভিসি বার বার বলে চলেছেন ছাত্রী হলে কোন পুরুষ পুলিশ ঢোকেনি। তিনি বলেছেন, এমন ঘটনা অতীতেও বহু ঘটেছে। ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। শত শত ছেলেমেয়ের মিছিলকে তিনি বহিরাগতদের মিছিল বলে উল্লেখ করেছেন। শিক্ষার্থীদের সমাবেশে শিক্ষকদের সংহতি জানানো প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ওইসব শিক্ষক একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের। তাঁর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ-আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি আগের অবস্থানেই অটল। তিনি বলেছেন, তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে দোষী সাব্যস্ত হলে পদত্যাগ করবেন, তার আগে নয়।

ছাত্রী হলে পুলিশী হামলার ঘটনাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নজিরবিহীন। একাত্তর সালেও বিশ্ববিদ্যালয় আক্রান্ত হয়েছে কিন্তু আজকের স্বাধীন এই দেশে কেন ছাত্রী হলে পুলিশী হামলা হবে, তা নিঃসন্দেহে অচিন্তনীয়। সেই ঘটনায় যখন ছাত্রছাত্রীরা এক হয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার, যাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছেন বিপুলসংখ্যক শিক্ষক, সেখানে ভিসিরও উচিত তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীর পাশে দাঁড়ানো, হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর অনুভূতিকে মূল্য দেয়া। কিন্তু তিনি তা না করে ছাত্রদের সঙ্গে বহিরাগতরা যোগ দিয়ে মিছিল করছে, ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে ইত্যাদি বলে চলেছেন। ক্যাম্পাসে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরই ক্ষোভের বহির্প্রকাশ ঘটেছে। এর মধ্যে 'বহিরাগত' প্রসঙ্গটি আনার যেমন অবকাশ নেই, তেমনি অবকাশ নেই এর মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য খোঁজারও। ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ মিছিল বহিরাগতদের তৎপরতা হলে তাঁরই নির্দেশে কিছুদিন আগে পুলিশ পরিচয়পত্র চেক করে যাদের হলে ঢুকিয়েছে, সেখানে বহিরাগত আসে কি করে? ভিসি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছেন, তাতে কি সমস্যার সমাধান হবে? ছাত্রছাত্রীদের হলত্যাগের যে-নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে তাদের পোহাতে হয়েছে চরম ভোগান্তি। এটাও সমস্যা সমাধানের পথ নয়। সম্প্রতি বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে ভিসি বলেছেন, ক্যাম্পাসে এখন যে বিক্ষোভ-সমাবেশ হচ্ছে তাতে জমায়েত হওয়া অধিকাংশই বহিরাগত। এখানে স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে গার্মেন্টিস শ্রমিক পর্যন্ত রয়েছে। এছাড়া আছে সন্ত্রাসী রাজনৈতিক কর্মীও। তবে কিছু সাধারণ ছাত্রছাত্রী, যারা বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত নয়, তারা এতে যোগ দিয়েছে!

এ কী বললেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি! যে-ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি, 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' নামে অভিহিত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে অধ্যয়নরত তাঁর সন্তানতুল্য ছাত্রীদের হলে পুলিশী হামলার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দুঃখ-বেদনা, অপমান ও ক্ষোভের বহির্প্রকাশকে তিনি মূল্য না-দিয়ে তাকে ভিন্নভাবে চিত্রিত করার জন্য এমন সব কথা বলেছেন, যা কোন অভিভাবকতুল্য ভিসির পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের মিছিলে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ে দেখছেন, গার্মেন্টিসের শ্রমিক দেখছেন, বহিরাগত দেখছেন। শামসুন্নাহার হলে পুরুষ পুলিশের প্রবেশ ঠেকাতে না পারার ব্যর্থতা যেমন তাঁর, তেমনি তাঁর অভিযোগমতো যদি ছাত্রছাত্রীদের মিছিলে স্কুল-কলেজের ছাত্র বা গার্মেন্টিস শ্রমিকেরা এসেও থাকে, তা হলেও এতো বজ্র আঁটুনির পরও তাদের ঠেকাতে না-পারার ব্যর্থতাও তাঁরই। বিশ্ববিদ্যালয়-ক্যাম্পাসে তাঁর নিয়ন্ত্রণ নেই। তাহলে তিনি পদত্যাগ করবেন না কেন? তাঁর অযৌক্তিক সব কথায় কি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ও পড়াশোনার যে-ক্ষতি প্রতিদিন হয়ে চলেছে, তা কি এতে পূরণ হবে? এ-বিষয়টিও তো বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচিত হওয়া উচিত।